এ সপ্তাহের সাক্ষাৎকার

হয়রানির কারণে তৈরি পোশাক রফতানি ব্যাহত হচ্ছে

কাইউম রেজা চৌধুরী *সভাপতি, বিজিবিএ*

সরকারের কোনো পলিসি নেই। অথচ আমরা বড় অঙ্কের ট্যাক্স দিচ্ছি। বিদেশে মার্কেটিং করার জন্য বড় অঙ্কের ডলার লাগে। অথচ এ ডলার নেয়ার কোনো বৈধতা আমাদের নেই। বিদেশে অবস্থিত মিশনগুলো আমাদের কোনো উপকারে আসে না। অথচ রফতানি আয়ের ৭৬ শতাংশ আসছে আমাদের মাধ্যমে। স্যাম্পল আনা-নেয়ার মাধ্যমেই আমরা ব্যবসায় করি, কাজের অর্ডার নিয়ে আসছি। অথচ স্যাম্পল আনা-নেয়ার জন্যও আমাদের মোটা অঙ্কের ট্যাক্স দিতে হয়।

মুক্তবাজার : তৈরি পোশাকের রফতানি আদেশ কমে যাওয়ার আর কী কারণ আছে বলে আপনি মনে করেন?

কাইউম রেজা : আমাদের সবচেয়ে বড় বাজার আমেরিকা। কিছু দিন ধরে সেখানে নানা সমস্যা বিরাজ করছে। শীতের তীব্রতা ও স্থায়িত্ব কমে গেছে। আমেরিকার অর্থনীতিতেও মন্দা ভাব চলছে। সেখানে জ্বালানি তেলের দাম বেড়ে গেছে। বেড়েছে ইন্টারেস্ট রেইটও। এ ছাড়া বিশ্ব মার্কেটে কটনের দাম বেড়ে যাওয়ায় সার্বিক বাজারব্যবস্থায় এক ধরনের অস্থিরতা বিরাজ করছে।

মুক্তবাজার : পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আপনারা কী ভাবছেন?

কাইউম রেজা : আমরা তো আমাদের মতো করে চেষ্টা করেই যাচ্ছি। আমরা এ যাবৎ কোনো সরকারের পক্ষ থেকেই কোনো প্রকার সহযোগিতা পাইনি। আমরা প্রাইভেট সেক্টর সম্পূর্ণরূপে নিজেদের উদ্যোগেই বাজার সৃষ্টির কাজটি করছি। বিদেশে বিভিন্ন মেলায় অংশগ্রহণ করে আমরা বায়ারদের কাছ থেকে কাজ নিয়ে আসছি। সরকার ম্যানুফ্যাকচারারদের জন্য অনেক কিছু করলেও বায়িং হাউসগুলোর জন্য কিছুই করেনি।

মুক্তবাজার : অনেকে এখন চীনে গার্মেন্টস রফতানির সুযোগের কথা বলছেন। আপনার ধারণা কী?

কাইউম রেজা : হ্যাঁ, চীনেও তো একটা বাজার আছে। বিশাল বাজার আছে ভারতেও। তারা সবাই দামি পোশাক বানাতে শুরু করলে তাদের দেশের জনগণের জন্য কম দামি পোশাক বানাবে কে? আমরাই সে কাজটি করব। চীনের সাথে তো এত দিন কোনো কথাই বলা হয়নি। ভারতের নিজেরই রয়েছে ৩৪ বিলিয়ন ডলারের মার্কেট। তারা এত দিন আমাদের বাধা দিয়ে রেখেছে। সরকার একটু উদ্যোগী হলেই ভারতের সাথে দ্বিপক্ষীয় সমস্যাগুলো মিটিয়ে ফেলতে পারে।

মুক্তবাজার : আপনি কী বলছেন, তাদের চাহিদামতো সব ছেড়ে দিয়ে হলেও আমাদের ভারতের বাজারে ঢুকতে হবে?

কাইউম রেজা : বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় আপনি চাইলেই তো সব আটকিয়ে রাখতে পারবেন না। দরজা তো আপনাকে খুলতেই হবে। সে ক্ষেত্রে দরকষাকষির মাধ্যমে এখনই খুলে দেয়াই তো ভালো। আমি আগেই বলেছি, ভারতের সাথে আমাদের সমস্যাগুলো রাজনৈতিক। রাজনৈতিকভাবেই এগুলোর সমাধান করতে হবে।

মুক্তবাজার : আপনি বলেছেন, আমরা সব সময়ই কম দামি পোশাক বানাবো। কেন আমরা ফ্যাশনেবল দামি পোশাক বানানোর চিন্তা করছি না?

কাইউম রেজা : শুধু চিন্তা করলেই তো চলবে না। আমাদের তো সে যোগ্যতা এবং পরিকল্পনাও থাকতে হবে। ফ্যাশনেবল পোশাক বানানোর জন্য উপযুক্ত শিক্ষা দরকার। আমাদের ফ্যাশন ডিজাইনং এখনো অনেক পেছনে। গত বছর ভারতে যে ফ্যাশন শো হয়েছে তাতে ২ হাজারের বেশি বিদেশী বায়ার উপস্থিত ছিল। তাদের ফ্যাশন ইনস্টিটিউট আমেরিকান ফ্যাশন ইনস্টিটিউটগুলোর সাথে সরাসরি সংশ্লিষ্ট। এ ক্ষেত্রে আমাদের কোনো অবস্থানই নেই। বিজিএমইএ'র করা একটিমাত্র ফ্যাশন ইনস্টিটিউট দিয়ে আমরা কোনো মতে কাজ চালিয়ে যাচ্ছি। সেটির মানও কোনো হিসাবে আসে না। এ ব্যাপারে সরকারের কোনো উদ্যোগও নেই। তা ছাড়া ফ্যাশনেবল পোশাক রফতানির জন্য সময় পাওয়া যায় মাত্র ২১ দিন। এ কাজ করার মতো আমাদের সে অবকাঠামোও নেই। কাজেই আমাদের কম দামি কাজ করেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

সাক্ষাৎকার গ্রহণে : **জিয়াউল হক মিজান**